তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৯৯/২০১৬

অভিযোগকারী ঃ জনাব শেখ রবিউল ইসলাম
পিতা-মরহুম শেখ আব্দুর রব
১৩৬/১, পশ্চিম কাফরুল (৫ম তলা)
আগারগাঁও, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ ঃ ১৫-০৬-২০১৬ ইং)

অভিযোগকারী ১৭-০২-২০১৬ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব নাজমুল করিম, প্রোগ্রামার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৮১ (১) ধারায় উল্লেখিত যে, এই ভাগে 'অর্থবিল' বলতে কেবল নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের সকল বা যে কোন একটি সম্পর্কিত বিধানাবলী-সংবলিত বিল বুঝাবেঃ ঘ) সংযুক্ত তহবিলের উপর দায় আরোপ কিংবা অনুরুপ কোন দায় রদবদল বা বিলোপ; অনুযায়ী সরকারি প্রকল্পের- 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম)' নামের প্রতিষ্ঠানটি বিলুপ্ত করে-

খ) সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ, নগদ এবং ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ যদি থাকে, এই রেজুলেশনের অধীন গঠিত ফাউন্ডেশনের সম্পদ ও অর্থ হবে;

গ) সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব যথাক্রমে ফাউন্ডেশন এর ঋণ, দায় ও দায়িত্ব গণ্য হবে;

ঘ) সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারি এই রেজুলেশনের অধীন গঠিত ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারি হবেন এবং এই রেজুলেশন প্রর্বতনের পূর্বে তার যে শর্তাধীনে চাকুরিতে ছিলেন, এতদুদ্দেশ্যে প্রতিধানমালা প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত তার একই শর্তে নিয়োজিত থাকবেন।

এই রেজুলেশন 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট ফাউন্ডেশন রেজুলেশন, ২০০২' নামে অভিহিত হবে।

ইহা ১লা জুলাই, ২০০২ ইং তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য হবে (সংযুক্ত-১-৫)। এ ধরনের নির্দেশনাতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সম্মতিদান করেছেন।

ঙ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৮১ (১) ধারায় অর্থ বিলের ক্ষেত্রে উল্লেখিত যে, মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট কোন বিল পেশ করার পর পনর দিনের মধ্যে তিনি তাতে সম্মতিদান করবেন, তিনি সম্মতিদান করেছেন বলে গণ্য হলে তা আইনে পরিণত হবে এবং সংসদের আইন বলে অভিহিত হবে। (সংযুক্ত -৬-৭)

চ) মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতিদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ গেজেট, নভেম্বর ২১, ২০০২ অনুযায়ী ১৯ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিলুপ্ত প্রতিষ্ঠানের নামঃ- "বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম)"। (সংযুক্ত - ৫ পৃষ্টা)

ছ) ১১-০৮-২০০৫ ইং তারিখে মহাপরিচালক, 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট ফাউন্ডেশন, ঢাকা- বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর আপীল বিভাগ কে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ গেজেট, নভেম্বর ২১, ২০০২ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের নাম "বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট ফাউন্ডেশন"। (সংযুক্ত-৮) উক্ত নামে অদ্যাবধি চলমান তাও ২০১৫ সালে অবগত করেন। (সংযুক্ত-৮-১০)

জ) সে কারণে- মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতিদানের মাধ্যমে গঠিত এবং বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত আইন(সংযুক্ত-৫ পৃষ্টা) অনুযায়ী "বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম)"- নামের বিলুপ্ত প্রতিষ্ঠানটি, বাংলাদেশ গেজেট, নভেম্বর ২১, ২০০২ প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে 'বিলুপ্ত প্রতিষ্ঠানটি' বিলুপ্ত হয়েছে কি না? বিলুপ্ত হয়ে থাকলে হ্যাঁ। হ্যাঁ অথবা না অথবা প্রমাণ পত্রটি তথ্য অধিকার আইনে প্রেরণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে অনুরোধ করা হলো।

২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১০-০৩-২০১৬ তারিখে সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৫-০৪-২০১৬ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। ২৫-০৫-২০১৬ তারিখের সভায় অভিযোগটি গ্রহনযোগ্যতা বিষয়ক শুনানীর জন্য গ্রহণ করে ১৫-০৬-২০১৬ তারিখ একক শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারীর প্রতি সমন জারী করা হয়।

৪। শুনানীতে অভিযোগকারী জনাব শেখ রবিউল ইসলাম হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও অদ্যাবধি কোন প্রতিকার না পেয়ে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। কেন অভিযোগে উল্লেখিত তথ্য চাচ্ছেন জানতে চাইলে তিনি প্রতি উত্তরে বলেন যে, "বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম)"- নামের বিলুপ্ত প্রতিষ্ঠানটি, বাংলাদেশ গেজেট, নভেম্বর ২১, ২০০২ প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে 'বিলুপ্ত প্রতিষ্ঠানটি' বিলুপ্ত হয়ে থাকলে তা লিখিত জবাব আকারে পাওয়ার জন্য উক্ত আবেদটি করেছেন, যাতে ভবিষ্যতে অভিযোগকারী তার নিজ প্রয়োজন অনুসারে উক্ত লিখিত জবাবটি প্রদর্শন করতে পারেন ।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারীর বক্তব্য শ্রবণান্তে ও পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারী তার নিজ প্রয়োজন অনুসারে উক্ত লিখিত জবাবটি প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যেই তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেছেন এবং তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন । তবে সার্বিকভাবে বিষয়টি বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট ফাউন্ডেশন রেজুলেশন, ২০০২ এর ১৯ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) প্রকল্পটিকে বিলুপ্ত করা হয়েছে দেখা যায় । যেহেতু এই তথ্য অভিযোগকারী নিজেই ফিরিস্তিযোগে কমিশনে দাখিল করেছেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার এই বিষয়ে নতুন করে প্রত্যয়ন করার কিছু নেই, সেহেতু অভিযোগটি শুনানীর জন্য গ্রহণযোগ্য নয় । উল্লেখ্য, কোন প্রকাশিত গেজেটের ব্যাখ্যা দিয়ে কোন প্রত্যয়নপত্র দেওয়ার এখতিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নেই ।

সিদ্ধান্ত।

অভিযোগকারীর অভিযোগটি, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে উল্লিখিত পর্যালোচনা অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয় মর্মে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হওয়ায় অভিযোগটি শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হলো না।

সংশ্লিষ্ট পক্ষকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার